সংবাদ

তারিখ 17 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

চাঁদপুরে হ-য-ব-র-ল বিনামূল্যের বই

শাহ মোহাম্মদ মাকসুদুল আলম, চাঁদপুর

দেশের সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্লাসে নতুন বই দিয়ে ইতোমধ্যে ক্লাস শুরু হয়েছে। ক্লাস শুরুর প্রথম থেকেই শিক্ষার্থীদের হাতে তাদের কাঙ্ক্ষিত বইয়ের ভুলগুলো ধরা পড়তে শুরু করেছে। যা বিশ্লেষণ করলে প্রাথমিকভাবে বইগুলোর হ-য-ব-র-ল অবস্থা বলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/শিক্ষার্থীরা মনে করছেন। গত ১ জানুয়ারি বই উৎসবের মধ্য দিয়ে সরকারের ৩৩ কোটি বই বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে শিশু শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ক্লাসের শিক্ষার্থী তাদের নিজ নিজ বই হাতে পেয়েছে।

শিক্ষার্থীদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী বইগুলোতে দেখা গেছে, ২য় শ্রেণীর বাংলা বইয়ের মলাট ঠিক রয়েছে কিন্তু ভেতরে শুরু থেকে প্রথম সূচিপত্র ও সূচিপত্রের পাঠ 'আমাদের বন্ধুরা' গল্পটি পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর পাতাজুড়ে দেয়া রয়েছে। আর পরের পাঠ ও পাতাগুলো পুরোটাই ২য় শ্রেণীর। ৪র্থ শ্রেণীর প্রাথমিক বিজ্ঞান বইয়ের শুরু থেকে ২৮নং পর্যন্ত পাতা নাই। ২৯ নং পাতা থেকে পুরো বইটি স্বাভাবিক রয়েছে। একই অবস্থা ৫ম শ্রেণীর গণিত বইয়ে। এ বইয়ের শুরু থেকে ১২ পাতা পর্যন্ত পাতাই নেই। আবার ১৩ নং পাতা থেকে স্বাভাবিক পাতা রয়েছে। সপ্তম শ্রেণীর সপ্তবর্ণা বইয়ে আহসান হাবীবের 'মেলা', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মে দিনের কবিতাটি এবং মামুনুর রশিদের গদ্য 'সেই ছেলেটি' দুইবার করে পাতা সংযোগ করা হয়েছে। সপ্তবর্ণার আরো কিছু বইয়ে রনেশ দাশগুপ্তের 'মাল্যদান' গল্পটি দুইবার করে দেয়া হয়েছে। সুকুমার রায়ের 'আনন্দ' কবিতাটি দুইবার করে ছাপানো পাতা জুড়ে দেয়া হয়েছে। সপ্তম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের ৯নং পাতা থেকে ১০৪নং পাতা স্বাভাবিকভাবে দেয়া হয়নি। অর্থাৎ এ বইয়ের প্রথম দিকের সব পাতা যথাস্থানে না দিয়ে একই বইয়ের শেষের দিকে জুড়ে দেয়া হয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের ৬৫ নং পাতা থেকে ৭২নং পাতা নেই। বাকি পাতা ও ছাপাগুলো স্বাভাবিক রয়েছে। একই শ্রেণীর স্বাস্থ্য কনিকা বইয়ে সূচিপত্র নেই। আবার একই অধ্যায় দুইবার জুড়ে দেয়া হয়েছে। আনন্দপাঠ বইয়ে পৃষ্ঠাগুলো এলোমেলো করে সাজানো হয়েছে। হাজীগঞ্জের বাকিলা আল-আমিন কিন্ডারগার্টেন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী রোকনুজ্জামান অয়ন বাংলা বই সম্পর্কে তার বাবাকে বলেন, বাবা আমার বাংলা বইয়ে লিখা ভালো নেই । স্যারেরা এক রকম পড়ান আর আমার বইয়ে আরেক রকম লিখা। বাকিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী সুমাইয়া বলেন, পড়তে গিয়ে পাতাগুলোর মিল খুঁজে পাইনি। আবার একই কবিতা একই গদ্য দুইবার করে দেয়া হয়েছে।

একই ক্লাসের তাসলিমা আক্তার বলেন, ইসলাম শিক্ষা বইয়ের পাতাগুলো এলোমেলো, ঠিক কোন পাতা থেকে পড়া শুরু করবো বুঝতে পারছি না। একই বিদ্যালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শ্রেণী শিক্ষক বলেন, শিক্ষার্থীরা তাদের বইয়ের সমস্যা নিয়ে আসে, আমরা বইগুলো পাল্টে দেই। বই আমাদের কাছে জমা থাকাতে এটি সম্ভব হয়েছে। উপজেলার এক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, আমাদের কাছে যতক্ষণ বই রয়েছে ততক্ষণ শিক্ষার্থীদের পাল্টে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। এরপরেই বইগুলো কীভাবে দেবো ভেবে পাচ্ছি না। হাজীগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল আউয়াল বলেন, সবগুলো বইয়ে সমস্যা নেই। আমাদের কিছু বইয়ের বিষয়ে কিছু বিদ্যালয় থেকে অভিযোগ এসেছে। জেলার মিটিংয়ে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহ আলী রেজা আশরাফীর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি একটি মিটিংয়ে আছেন এবং পরে ফোন দিতে বলেন।